প্রশ্নবিদ্ধ আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যয়!

শুভ কিবরিয়া

প্রতিরক্ষা কথাটা শুনলেই আমরা সাধারণ মানুষ একটু চমকে উঠি। প্রতিরক্ষার আভিধানিক অর্থের সঙ্গে প্রতিরোধ, নিরোধ, নিবারণ শব্দ থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বাহিনী বলতে আমরা আজও কোনো জনবান্ধব বাহিনীকে বুঝি না। নৌ, বিমান এবং সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে যে প্রতিরক্ষা বাহিনী আমাদের সার্বভৌমত্ব, আমাদের জল, স্থল ও আকাশপথকে সুরক্ষা দেয়ার সুনিশ্চয়তায় অনেক বড় হয়েছে; তারা কিন্তু জনমানসে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্যু, পাল্টা ক্যু, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, সম্পদ লুটতরাজ ইত্যাকার নামে সামরিক শাসন আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করেছে। সেনা শাসকদের দুর্নীতিপুষ্ট, লোলুপ, লাম্পট্যঘেরা অপশাসন সাধারণ মানুষ ভোলেনি। পৃথিবীর বহু দেশের মতো বাংলাদেশেও সামরিক শাসন অনেক ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে মানুষের মনে। বিশেষ করে কয়েকজন সামরিক শাসক এবং তাদের দোসরদের কাজ এখনো জাতিকে ব্যথিত করে। সামরিক শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘতা আমাদের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গিরও আমূল পরিবর্তন এনেছে। দেশের মেধাবী সন্তানরা এক সময় ক্ষমতা, অর্থ আর সামাজিক দাপটের আকাঙ্ক্ষায় সামরিক বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। তারপরও উর্দিপরা বাহিনী জনগণের নিরাপদ বন্ধুত্ব অর্জন করতে পারেনি। উর্দি আর সমরাস্ত্রে ঢাকাপড়া সেনা হৃদয় জনহৃদয়ের কাছে আসতে পারেনি আজও।

প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কে এ রকম মনোভাবের একটা বড় কারণ তাদের সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারে রেখে তাদের কাজকর্ম পরিচালিত করা। সর্বশেষ জাতীয় সংসদে ২০০৫-০৬ অধিবেশনে বাজেট পেশের সময় রেকর্ড সৃষ্টিকারী বাজেট প্রণেতা অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জাতিকে অন্ধকারে রাখলেন প্রতিরক্ষা ব্যয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সরাসরি বক্তব্য না রেখে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে অর্থমন্ত্রী প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকার যে বিশাল অঙ্কের বাজেট এবং প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকার যে ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন, সেখানে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাবদ দৃশ্যমান বাজেট বরাদ্দ ৪ হাজার ৩২০ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে (২০০৪-০৫) প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ৯০১ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার ১১৫ কোটি টাকা। এই বর্ধিত বাজেট নিয়ে অর্থমন্ত্রীর নীরবতা জনমনে প্রশ্ন তোলে। অথচ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা আমাদেরই ভাই-বোন-বন্ধু-স্বজন। রাষ্ট্রের আর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিরক্ষা বাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে হলে এর সব কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। তবুও কেন যে প্রতিরক্ষা বাজেট বরাদ্দ নিয়ে এতো ঢাক গুড়গুড়, কেন যে এ বিষয়ে স্বয়ং অর্থমন্ত্রীও সরব নন- এটি ভাবতে কষ্ট হয়। অন্যদিকে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সমাজ, নানা রকম পেশাজীবী সংগঠনও এসব বিষয়ে নিশ্চুপ। যেন প্রতিরক্ষা ব্যয় বিষয়ে কথা বললেই ফাঁসি হয়ে যাবে সবার। কিংবা ক্রসফায়ারের বিনা বিচারী গুলি ভেদ করবে সবার বুকে। অথচ আমরা চাই, একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী, যার ক্ষমতার ভিত হবে দেশের জনগণের আস্থা এবং বিশ্বাস।

২.

ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যয় নিয়েও নানা রকম প্রশ্ন জন্ম দিয়েছে। আমাদের সুস্পষ্ট প্রতিরক্ষা নীতি না থাকায়, ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন না থাকায় কীভাবে এই বাজেট ব্যয় হচ্ছে, আর্থিক বিধিবিধান মেনে এ অর্থ ব্যয় হয় কি না সেটাও এক দুশ্চিন্তার কারণ। অন্যদিকে সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন- এ দুয়ের মধ্যে নীতিগত টানাপড়েন, সুষম ব্যয়ের অভাবও এ বিষয়ে নানান জটিলতা বাড়িয়েছে। আবার প্রতিরক্ষা বাজেট ব্যয়ের বিষয়ে নানারকম অডিট আপত্তি দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। একটি দৈনিক সংবাদপত্র খবর ছাপিয়েছে গত ৩৪ বছরে প্রতিরক্ষা ব্যয় নিয়ে সর্বমোট ৮২০টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। ৩৩৩ কোটি টাকার এই ৮২০টি অডিট আপত্তি মহাহিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর থেকে উত্থাপন করা হলেও আজ অবধি এদের কোনো সুরাহা হয়নি। কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ এখনো গৃহীত হয়নি এসব প্রতিরক্ষা ব্যয়জনিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যাপারে।

৩.

আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক, প্রযুক্তিমুখী করে গড়ে তুলবো, আরো সক্ষম, সক্রিয় জনবান্ধব করে গড়ে তুলবো, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাদের শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলবো- এ নিয়ে কারো কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। জনগণের অর্থে লালিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকায়ন এবং শক্তিশালীকরণ নিশ্চয়ই একটি নীতি কাঠামোর আওতায় হবে- সেটাই সবার কাম্য। সেজন্য একটি গ্রহণযোগ্য সমন্বিত প্রতিরক্ষা নীতি সবার আগে দরকার। দরকার প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দ এবং তা ব্যয়ের সুস্পষ্ট নীতিমালাও। এ নিয়ে সংসদে, সংসদের বাইরে আলোচনা দরকার। পৃথিবীর সব দেশে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হলে সে বিষয়ে সংসদকে অবহিত করতে হয়। সরকার, বিরোধী দল, সব সংসদ সদস্য এসব নিয়ে কথা বলেন। প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে ব্যয় কোন কোন খাতে হচ্ছে, সে বিষয়েও সংসদকে অবহিত হওয়া দরকার। গত ক'বছর আগে পত্রিকার পাতায় দেখেছিলাম একজন সামরিক বিশেষজ্ঞের মন্তব্য। তার মতে, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ছে এবং এ ক্ষেত্রে নির্মাণ ও ক্রয়েই বরাদ্দ বাড়ছে। প্রশিক্ষণে বরাদ্দ বাড়ছে না। খাতভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যয় বাজেট-দলিলে সুস্পষ্টভাবে না থাকায় এ বিষয়ে সংসদও অন্ধকারে থাকছে চিরকালই। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবকাঠামো, অস্ত্র না প্রশিক্ষণ আগে দরকার তার নীতিমালা প্রণয়ন করবে কে? সংসদ, না প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, না আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।

জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে এ প্রশ্নগুলোরও সুরাহা হওয়া দরকার।

আমরা দেশের আর দশটি প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি তুলতে পারি। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আধুনিক বাহিনী হিসেবে আমরা চাই। সেই সঙ্গে চাই প্রতিরক্ষা বাজেট হোক প্রকাশ্য বিষয়। ভর্তুকির রেশন, পেনশন, অবসর, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সুবিধার সব বিষয়ে ব্যয়ের স্বচ্ছতার দলিল জনগণকে জানতে দিতে হবে। প্রতিরক্ষা ক্রয় আরো স্বচ্ছ হতে হবে। জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এসব বিষয়ে বছরের পর বছর পড়ে থাকা অডিট আপত্তিগুলোরও নিষ্পত্তি করতে হবে। একটি স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের জনগণের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় গড়ে উঠবে- সেটিই জনগণের কাম্য।